দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 11 JAN 2018
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ফল পুনঃনিরীক্ষণে লক্ষাধিক আবেদন

গণিত ও ইংরেজিতেই বেশি

এম এইচ রবিন ●

চলতি বছরের জেএসসি ও জেডিসির প্রকাশিত ফলের সূচক কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে খারাপ ফল। এবার রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষার্থী তাদের ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছে শিক্ষা বোর্ডগুলোয়। আবেদনকারীর সংখ্যা এক লাখ তিন হাজার ৭০৫। বেশিরভাগ আবেদন পড়েছে ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে।

জেএসসি-জেডিসি

শিক্ষা বোর্ডগুলোর তথ্যানুযায়ী ঢাকা বোর্ডে ৩৭ হাজার পরীক্ষার্থীর ৭৮ হাজার ৪০০টি আবেদন জমা হয়েছে। আবেদনের শীর্ষে রয়েছে গণিত ও ইংরেজি বিষয়। কুমিল্লা বোর্ডে ১২ হাজার ১৮৮ পরীক্ষার্থী ২৪ হাজার ৪০৪টি আবেদন করেছে। এর মধ্যে ইংরেজিতে ছয় হাজার ১৩৩টি ও গণিতে তিন হাজার ১৮৩টি। রাজশাহী বোর্ডে চার হাজার ৫৬৩ পরীক্ষার্থী আট হাজার ৯০২টি আবেদন করেছে। এ বোর্ডে ইংরেজিতে এক হাজার ৬৫৯টি আবেদন জমা হয়েছে। যশোর বোর্ডে ৯ হাজার ৪০৮ পরীক্ষার্থী ১৬ হাজার ৩৭০টি আবেদন করেছে। এর মধ্যে গণিতে তিন হাজার ৪৩৬টি আবেদন রয়েছে। চট্টগ্রাম বোর্ডে ১০ হাজার ৫৩১ পরীক্ষার্থী ২০ হাজার ৫২১টি আবেদন করেছে। এ বোর্ডে গণিতে সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা হয়েছে। এ সংখ্যা চার হাজার ৫৫টি। সিলেট বোর্ডে তিন হাজার ২৪৭ পরীক্ষার্থী ছয় হাজার ৪৭৬টি আবেদন করেছে। এর মধ্যে গণিতে এক হাজার ১৯০টি আবেদন রয়েছে। দিনাজপুর বোর্ডে ছয় হাজার ৭৩৮ পরীক্ষার্থী ১২ হাজার ২৭৪টি আবেদন করেছে। তবে অন্যান্য বোর্ডে গণিত ও ইংরেজিতে আবেদনের সংখ্যা বেশি হলেও দিনাজপুর বোর্ডে ঘটেছে উল্টো। এ বোর্ডে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়েছে। এ সংখ্যা দুই হাজার ২৬৪টি। বরিশাল বোর্ডে ছয় হাজার ২১৪ জন আবেদন করেছে। এ বোর্ডেও আবেদনের শীর্ষে গণিত।

মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন জেডিসিতে ১৩ হাজার ৮২০ পরীক্ষার্থী আবেদন করেছে। এ বোর্ডে গণিত ও আরবি বিষয়ে আবেদনের সংখ্যা বেশি। বরিশাল ও মাদ্রাসা বোর্ডে বিষয়ভিত্তিক আবেদনের সংখ্যা জানা যায়নি। তবে অন্য বোর্ডগুলোতে সব মিলিয়ে এক লাখ ৬৭ হাজার ৩৪৭টি আবেদন জমা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৭

ফল পুনঃনিরীক্ষণে লক্ষাধিক আবেদন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এর মধ্যে অনেক পরীক্ষার্থী একাধিক বিষয়ে আবেদন করেছে। আবেদনের শীর্ষে রয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। বিষয়ভিত্তিক আবেদনের শীর্ষে রয়েছে গণিত ও ইংরেজি। বিষয়ভিত্তিক ৭৮ বা ৭৯ নম্বর প্রাপ্ত কয়েক হাজার আবেদন রয়েছে বলে জানিয়েছেন বোর্ডের কর্মকর্তারা। এ বিষয়ে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল খালেক জানান, অন্য বোর্ডের তুলনায় আমাদের বোর্ডে জেএসসি পরীক্ষায় পাসের হার কম ছিল। ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে শিক্ষার্থী ফেল করেছে বেশি। অভিভাবকরা ভাবছেন আবেদন করলে হয়তো ফল পরিবর্তন হবে। আসলে বিষয়টি তা নয়। পুনঃনিরীক্ষণে নতুন করে নম্বর দেওয়া হয় না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অনেক শিক্ষার্থী ৭৯ নম্বর পেয়েছে সত্য। তাদের ৮০ নম্বর দেওয়ার সুযোগ নেই পরীক্ষকদের। অন্য বোর্ডেও একই নিয়ম। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নম্বরের ফল প্রকাশ করা হয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকরা জানান, পুনঃনিরীক্ষণে সাধারণত চারটি বিষয় দেখা হয়। এগুলো হলো– উত্তরপত্রে সব প্রশ্নের সঠিকভাবে নম্বর দেওয়া হয়েছে কিনা, প্রাপ্ত নম্বর গণনা ঠিক হয়েছে কিনা, প্রাপ্ত নম্বর ওএমআর শিটে উঠানো হয়েছে কিনা এবং প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ওএমআর শিটে বৃত্ত ভরাট সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা। এসব বিষয় পরীক্ষা করেই পুনঃনিরীক্ষার ফল দেওয়া হয়। তার মানে কোনো শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র পুনরায় মূল্যায়ন হয় না। পুনঃনিরীক্ষণে যেব ফল পরিবর্তন হয়, তা মূলত পরীক্ষকদের ভুলের কারণে। দেখা গেছে এক পরীক্ষার্থী ৮২ নম্বর পেয়েছে, সেটি পরীক্ষক ওএমআর শিটে ২৮ পূরণ করেছেন। এর ফলে শিক্ষার্থী ফেল করে।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শাহেদা ইসলাম বলেন, আমাদের বোর্ডে এবার গণিতের প্রশ্ন একটু কঠিন ছিল। সেজন্য গণিতে ফেলের সংখ্যাও বেশি। এ বিষয়ে ফেল করা শিক্ষার্থীদের আবেদনের সংখ্যাও বেশি। পরীক্ষকদের কোনো অবহেলা ছিলা কিনা জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, এক পরীক্ষার্থী ভাবতেই পারে তার আরও বেশি নম্বর পাওয়া উচিত ছিল। তবে শিক্ষার্থী যা ভাবে তার চেয়ে অভিভাবকরা বেশি ভাবেন। আদালতের আদেশের ফলে এখন প্রাপ্ত নম্বর দেখা যায়। তারা ভাবেন, আবেদন করলে হয়তো নম্বর বেড়ে জিপিএ পরিবর্তন হবে। এ কারণেই আবেদনের সংখ্যা বাড়ছে। গত বছর ২০ হাজার আবেদন করলেও মাত্র ২২৬ জনের ফল পরিবর্তন হয়। কাজেই ফল পরিবর্তনের এ সংখ্যা খুবই কম বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গত ৩০ ডিসেম্বর জেএসসি ও জেডিসির ফল প্রকাশ করা হয়। উভয় পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৮৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ। জেএসসিতে গড় পাসের হার ৮৩ দশমিক ১০ শতাংশ। জেডিসিতে গড় পাসের হার ৮৬ দশমিক ৮০ শতাংশ।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং............
তারিখ............

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/অবগত্যার্থে
স্বাক্ষর